দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 2/5/79 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 3 ...

C14

মীর মোশাররফ হোসেনের সমাধি

গত ৩রা মে দৈনিক বাংলায় মীর মোশাররফ হোসেনের সমাধি বিলীয়মান বলে প্রকাশিত খবর পড়ে দুঃখ পেলাম। এতে বলা হয়েছে, কবর অযত্নে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে গরু, ছাগলের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

মীর মোশাররফ হোসেনের এমন কোন সঙ্গতিসম্পন্ন আত্মীয়স্বজন নেই যিনি তাঁর সমাধিকে সংরক্ষণ করবেন। তাই আমরা আশা করবো, উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেনের সমাধি সংরক্ষণের জন্যে সদাশয় সরকার এগিয়ে আসবেন।

এস এম তমিজউদ্দিন
তাজ
চকবাজার, চিন্তি
মঞ্জিল, ফরিদপুর।

ডিগ্রী পরীক্ষার তারিখ

আমরা এবারের বিএসসি (পাস) গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থিনী আমাদের কোর্স শেষ হয়নি। তাই এখনো আমাদের নিয়মিত ক্লাস করতে হচ্ছে। পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে আমাদের কোন পাঠ্য বই নেই। সব বিষয়ই আমাদের লাইব্রেরী থেকে ইংলিশ নোট করে পরে আমাদের বাংলায় অনুবাদ করে পড়তে হয়।

আমাদের প্রত্যেকটি বিষয়েই ব্যবহারিক বিষয় রয়েছে। এবং এই ব্যবহারিক বিষয়গুলির মধ্যে বিজ্ঞান ও হস্তশিল্প উভয়ই রয়েছে।

এইসব ব্যবহারিক বিষয়ে কাজ এতো বেশী যে এতেই অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়ে যায় ফলে পড়াশোনার সময় প্রায় পাওয়া যায় না। বললেই চলে। তাছাড়া সরকারী কলেজগুলিতে দীর্ঘদিন শিক্ষক ধর্মঘট চলায় কোন বিষয়ের পাঠ্যসূচীই শেষ করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে আমাদের পক্ষে ভালো রেজাল্ট করা খুবই কঠিন হবে।

তাই কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ পরীক্ষা পিছিয়ে রোজার পরে নির্ধারণ করে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেয়া হোক।

নাজনীন ও তাহসীন ফেরদৌস
গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়
ঢাকা।

কবি নজরুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন চাই

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের স্মৃতি রক্ষার্থে গত ১৯৭৫ সালে নারায়ণগঞ্জ বন্দর থানার দেউলী চৌরাপাড়া গ্রামে 'কবি নজরুল প্রাথমিক বিদ্যালয়' স্থাপন করা হয়। এই বিদ্যালয়টি উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মেজবাহ উদ্দিন আহম্মদ (মিলন) সাহেব। তার অনুপ্রেরণায় আরো একজন সমাজ সেবক জনাব আব্দুল হেকিম দালাল স্কুল গৃহ নির্মাণের জন্যে একখন্ড জমি দান করেন। এতে গ্রামবাসীও অনুপ্রাণিত হয়ে চাঁদা সংগ্রহ করে আরো একখন্ড জমি ক্রয় করেন এবং সেখানে তিন কামরা বিশিষ্ট একটি দুচালা ঘর নির্মাণ করেন। সেই থেকে স্কুলটি অভিজ্ঞ শিক্ষক ও পরিচালক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে।

ফলে ছাত্র সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্রদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না দেখে সাবেক নারায়ণগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক জনাব এ এফ এম ইমাম হোসেন সাহেব এ স্কুলকে ৫ হাজার টাকা দান করেন এবং স্কুলটির সরকারী স্বীকৃতির জন্যে জোর সুপারিশ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমান প্রশাসক সাহেবও স্কুলটি পরিদর্শন করেন এবং এর পরিচালনায় সন্তোষ প্রকাশ করে তিনিও এর সরকারী স্বীকৃতির জন্য মহকুমা শিক্ষা অফিসার ও ডিপি আই সাহেবের কাছে সুপারিশ করেন। স্কুল কর্তৃপক্ষও সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র জমা দেন।

অতঃপর ডিপিআই সাহেবের আদেশক্রমে মহকুমা শিক্ষা অফিসার সাহেব স্কুলটি পরিদর্শন করেন এবং তিনি স্কুলের ছাত্র সংখ্যা, আসবাবপত্র কার্যনির্বাহী কমিটি শিক্ষক মন্ডলী ও পরিবেশ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে মাননীয় ডিপিআই সাহেবকে স্বীকৃতি দানের সুপারিশ করেন। কিন্তু আমরা ভেবে পাইনা, এতদসত্বেও এখনো কেন স্কুলটি সরকারী স্বীকৃতি পাচ্ছে না।

এদিকে দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃতির প্রতিক্ষায় থেকে অভিভাবক, কার্যনির্বাহী কমিটিও শিক্ষকগণ দারুণ উৎকন্ঠা বোধ করছেন। ইতিমধ্যেই স্কুল সম্পর্কে অনেকের উৎসাহ ও উদ্দীপনা কমে আসছে। ফলে যেকোন সময় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এই প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন অবিলম্বে কবি নজরুলের স্মৃতি বিজরিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে সরকারী স্বীকৃতি দেয়া হোক।

অঃ আজীজ
সদস্য ইউনিয়ন পরিষদ।

ছাত্রের অনুপাতে শিক্ষক নেই

ঢাকা জেলার শ্রীনগর থানার সরকারী প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছয়শ'র উপরে। এই ছয়শ' ছাত্রের জন্য ৮ জন শিক্ষক নিতান্তই অপ্রতুল। সরকারী নীতি অনুযায়ী প্রতি ৪৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্যে একজন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। সে অনুযায়ী এখানে কমপক্ষে ১২ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। শিক্ষক সংখ্যা কম হওয়ায় প্রত্যেক শিক্ষককে গড়ে ৮টি ক্লাস নিতে হয় এটা তাদের মানসিক ধৈর্য ও স্বাস্থ্যের পক্ষে যে ক্ষতিকর তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে এ স্কুলে বেঞ্চ টেবিলের ব্যবস্থা নেই। এতে স্কুলে সুষ্ঠু শিক্ষাদান স্বভাবতই ব্যাহত হচ্ছে। তাই এ প্রাইমারী স্কুলটিতে আরো কিছু নতুন শিক্ষক নিয়োগের ও স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আবুল বাশার
শ্রীনগর (বিক্রমপুর) ঢাকা।

জে সি বোস বিদ্যালয়ের অবস্থা

ঢাকা জেলার শ্রীনগর থানাধীন রাড়ীখাল গ্রাম বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্মস্থান। এবং এ গ্রামে তাঁর নিজ নামেও নিজ বাড়ীতেই অবস্থিত 'স্যার জে সি বোস মাল্টিলেটারাল ইনসটিটিউশন।'

এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু বিক্রমপুরেই নয়, সমগ্র বাংলার মধ্যে একটি বিশিষ্টও ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়। স্যার জে সি বোসের জীবদ্দশাতেই ১৯২১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিয়ে বেরিয়ে পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে বহু ছাত্র দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এর মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলও বরাবরই ভালো। তাছাড়া বিদ্যালয়ের যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তিও রয়েছে।

কিন্তু স্থানীয় কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী ব্যক্তি এ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির লোভে কতিপয় উচ্ছৃংখল সমাজবিরোধী যুবকদের নিয়ে বেশ কিছু দিন থেকে স্কুল ও ছাত্রাবাসে অনধিকার প্রবেশ করে শিক্ষক ও ছাত্রদের নানাভাবে বিভিন্ন রকম ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আসছিলেন। শেষ পর্যন্ত দুর্বৃত্তরা বিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যায়নরত ছাত্রকে মারধর করে। বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী কমিটি এর প্রতিকারের জন্য পুলিশের সাহায্য প্রার্থী হন। এর ফল শ্রুতি হিসেবে উক্ত দুর্বৃত্তরা গত ৮-৫-৭৯ তারিখ দিবাগত রাতে বিদ্যালয়ের টিনশেডে (যেখানে যথারীতি ক্লাস হয়) আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চ সহ ঘরটির যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে এ দুর্বৃত্তরা সমাজে কুখ্যাত দাঙ্গাকারী বলে খ্যাত। এদের বিরুদ্ধে ভয়ে কেউ কথা বলতে সাহস পায় না। তাই নির্বিবাদে একের পর এক দুষ্কর্মের অনুষ্ঠান করে এলাকার জনজীবন এরা দুর্বিসহ করে তুলছে।

এ অবস্থায় এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়টিকে চক্রান্তকারীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে আশু তদন্ত চালিয়ে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জোর দাবী জানাচ্ছি।

—রাড়ীখাল ইউনিয়নের জনগণ
শ্রীনগর ঢাকা।